তিনটি কবিতা

কান্তি

আমায় গ্রেনেড ছুঁড়ে মারো
আমি বাঁচতে চাই।
চামড়ার ভিতর থেকে সবুজের আর্তনাদ
ফুটন্ত রক্তের শরবতে বারুদ।
ধমনীর মাঝে সহস্র গুলির আনাগোনা ;
থমকে যাওয়া ও চমকে ওঠা হৃৎস্পন্দন।
শুয়ে পড়া দেহ, তবু উদ্যত মনোবল -
পৃথিবীর শেষ অঙ্কুরিত কুসুম নিয়ে
হেঁটে যেতে চাই
সেই রাজ্যে, যেখানে এখনো আগুন লাগেনি।
যেখানে ফাল্গুনের আকাশে আবিরের মেঘ,
শ্রাবনের বরিষণে ডাহুকের গান,
হেমন্তের বুকে ঝরা পাতার মর্মর,
বসন্তের আগমনে প্রেম উদযাপন।
সেই দেশের কোনো নবজাতকের হাতে
দিয়ে যেতে চাই কুসুমের ভার।
ধূসর রাজ্যের গল্প শুনিয়ে
ক্লান্তির আবেশে ঘুমিয়ে যেতে চাই,
শুধু একটি কথা যেন ওষ্ঠে লেগে থাকে -

"*আমায় গ্রেনেড ছুঁড়ে মারো*
আমি বাঁচতে চাই।"

থামি নি, আমি থামি নি -
বুকের পেশিতে টান
পা টলমল;
জুতোর ভেতরে কাঁটা,
আকাশে হারিয়ে যাওয়া
চাঁদ
দুঃখমিছিলে কিছু তারা
কাপাসে বোনা যামিনীর
মাঝে
নীরব চোখের জল।

চলে গেছি সেই বৃদ্ধের মতন
একা, চিন্তায়, ক্লান্ত;
অসহ জীবনের শৃঙ্খল
ন্যুব্জ করেছে বারে বার,
যৌবনের শুষে যাওয়া
রূপ, রস, গন্ধ ভুলে
শিশিরাবৃত সন্ধ্যায়
একা - চলে গেছি,
তোমার কথা ভেবে,
আমি থামি নি।

ঝলমলে আলোর গৃহে চলে গেছো
হারিয়েছ' আলোয়,
তোমারি ছায়ার হাত ধ'রে
আমিও হারিয়েছি, পূর্ণিমার রাতে।
কি আশ্চর্য !
কথা ছিল' ধ্রুবতারার চোখে চোখ রেখে
দিন কে রাত করে
শ্রাবন কে গ্রীষ্ম
মাস কে বছর করে;
কালের সীমান্তে এসে
নতুন খেলার ঘর বাঁধবো
রাখতে পারো নি - সে কথা।
পেরেছ'?
তা, কেমন আছো?
আড়ম্বরতার ঝিলে সাঁতার কেটে
স্বপ্নের সুতো দিয়ে বোনা গামছায় গা মুছে
কেমন লাগে জেনেছ'?
তোমারি অতীতের মায়াবী সুবাসের আবেশে
আমিও ভালোই আছি, ওই, বেঁচে আছি।
অতীতকে পাগলা ঘোড়ার মত
চাবুকের বাড়ি মেরে
এখনো কব্জায় রেখেছি;
কিন্তু একদিন সেই অশ্বই
হবে আমার কাল।
কি, জানো?
যারা যেতে চায়, তাদের
যেতে দেওয়া ভালো;

তা, না হ'লে
তারা বিদ্রোহী হয়ে যায়,
অথবা আসবে ব'লে
আর আসে না।
তুমি তো আসবে
আমারি জন্য, কি
আসবে না?

www.srishtisandhan.com